দেশে করোনায় আরও ৩০ মৃত্যু, শনাক্ত ২৬৮৬

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৩০৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৬৮৬ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৮১ হাজার ১২৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬২৮ জন এবং মোট সুস্থ ৮৮ হাজার ৩৪ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ৪৭৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ হাজার ১৯৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৬৮৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৮১ হাজার ১২৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক শূন্য শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৫ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৩০৫ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার ৮২৪ জন আর নারী ৪৮১ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬২৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৮৮ হাজার ৩৪ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৮ দশমিক ৬০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৮ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১-

৯০ বছরের একজন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৩ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, রাজশাহীতে ৩ জন, খুলনায় ৩ জন এবং রংপুরে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ১৮ জন ও বাড়িতে ১১ জন মারা গেছেন। এছাড়া হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আ’লীগের সভাপতির বহিস্কারের দাবিতে সাধারণ সম্পাদকের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ইদ্রিস আলীকে বহিস্কারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থদের মধ্যে ত্রান বিতরণ করা হচ্ছিল। যেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশক্রমে একটি বাড়ি একটি খামারের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

এমতাবস্থায় সুবিধাভোগী কুতুবপুর ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আজিজুর রহমানের ছেলে ফুরকান আলী, বায়তুল্লাহর ছেলে সাইফুল, আব্দুল গণির ছেলে মিয়ারুল, মৃত ফইমদ্দিনের ছেলে আমিনুল, মৃত কাদের বক্স এর ছেলে হাফিজুল, আজিজুর এর ছেলে হাবিবুর,আবু শ্যামা এর ছেলে কালাম,

জয়নালের ছেলে নাজিরুল, কারিমল এর ছেলে ইলাহী, মৃত আক্কাছ আলীর ছেলে মিনারুল মোট দশজন ত্রারনের চাল নিতে উজলপুর গ্রামের অবস্থিত কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে আসেন।

এসময় কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী তার নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী দিয়ে মারধর করে উক্ত দশজন দুস্থদের চাল ছিনিয়ে নেয়। ছিনতাই কারীদের মধ্যে ছিল, কায়েম বিশ্বাসের ছেলে জাকির, মৃত হারান মন্ডলের ছেলে তোফাজ্জেল, মৃত হুরমত আলীর ছেলে হুমায়ন, লালচাদ, সহিদুল ফকির এর ছেলে রাজিবুলসহ অজ্ঞাত আরও বেশ কয়েকজন।

সেখানে মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর ত্রান প্রতিনিথি হিসেবে আমি বাবুল আক্তার উপস্থিত ছিলাম। চাল ছিনতায়ের প্রতিবাদ করায় ইদ্রিস আলী তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আমার উপরেও আক্রমন চালায়। এর আগেও সে বিভিন্ন সময় তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আমাকে লাঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। তাই ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আমি সভাপতি ইদ্রিস আলীকে বহিস্কারের দাবি জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আবুল কাসেম। এসময় ভুক্তভোগী দশজন সহ জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেপুরের কাথুলী ইউনিয়নে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০ টার সময় ত্রান বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এসময় ১ নম্রে ওয়ার্ড সদস্য কোবাদ আলী, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাইহান আলী, ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আবুল কালাম আজাদ। ৩টি ওয়ার্ডের তালিকাভুক্ত দু্স্থদের মাঝে ১৫ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

খেলার সময় বিষপানে শিশুর করুণ মৃত্যু

খেলতে খেলতে অসাবধানবশত বিষপান করে বায়েস নামের ২৭ মাস বয়সী এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে তার নানির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। শিশু বায়েস মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের মুক্তির ছেলে।

জানা গেছে, শিশু বায়েস তার মা মুক্তিকে নিয়ে নানার বাড়ি সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামের তেলার বাড়িতে অবস্থান করছিল। শুক্রবার সকালের দিকে খেলার ছলে ঘরে রাখা বিষ খেয়ে ফেলে। এ সময় তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে দুপুরে তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে স্পিড পান করে দুই তরুণ মৃত্যুশয্যায়

স্পিড নামেরএনার্জি ড্রিংকস পান করে রাজু আহমেদ ও হাফিজুল নামের দুই তরুণ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। বর্তমানে তারা রাজশাহী

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

শুক্রবার বিকেলের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙারমাঠ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রাজু টেঙারমাঠ গ্রামের রজিদুলের ছেলে এবং হাফিজুল একই গ্রামের হাবেল আলীর ছেলে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে ঘটনার দিন বিকেলের দিকে রাজু তার বাড়ির পাশে মোকলেছুর রহমানের দোকান থেকে একটি স্পিড ক্রয় করে দুজনে মিলে সেটি পান করে। এর কিছুক্ষণ পরে দুজনাই যন্ত্রণায় ছটফট শুরু করে।

তাদেরকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। তাদের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান।

মেহেরপুর অরণি থিয়েটারের সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

অরণি থিয়েটার ও অরণি চিল্ড্রেন্স থিয়েটারের পক্ষ থেকে সঙ্গীত আকাশের মহাতারকা, প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রু কিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।
শুক্রবার রাতে মেহেরপুর অরণি থিয়েটার মিলনায়তনে মিশন সাবেরের সঞ্চালনায় ও আতিক স্বপনের ব্যবস্থাপনায় এ সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সঙ্গীত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম.সাইদুর, ও সামারুল ইসলাম, বাঁশিতে ছিলেন মাহবুব, দোতারাই ছিলেন আব্দুল্লাহ,তবলাতে ছিলেন অনিক, জিবসীতে ছিলেন রুবেলসহ অরণি থিয়েটারের সদস্য বৃন্দরা।

বাবা-স্বামীসহ কোয়েল মল্লিক করোনায় আক্রান্ত

দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক ও মেয়ে কোয়েল মল্লিকসহ গোটা পরিবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া মল্লিক পরিবারের করোনায় আক্রান্ত অন্য সদস্যরা হলেন, রঞ্জিত মল্লিকের স্ত্রী দীপা মল্লিক ও মেয়ে কোয়েল মল্লিকের স্বামী নিসপাল সিং রানে। বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করানো হচ্ছে পুরো পরিবারের।

শুক্রবার টুইট করে নিজেই জানান কোয়েল মল্লিক। তিনি লেখেন, মা- বাবা আমি এবং রানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। আপাতত সবাই সেল্ফ কোয়রান্টিনে।

পাশাপাশি ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও কোয়েল তার পরিবারের করোনা পজিটিভের বিষয়টি জানিয়েছেন।

মল্লিক পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে কলকাতার সংবাদ মাধ্যম আনন্দ বাজার পত্রিকা জানায়, বেশ কিছু দিন ধরেই করোনার উপসর্গ দেখা গিয়েছিল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। ছিল হাল্কা শ্বাসকষ্ট-জ্বর। দুই দিন আগে পরীক্ষার জন্য তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

দুই মাস আগেই মা হয়েছেন কোয়েল। গত ৫ মে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। এর পর থেকে বাবা-মা’র সঙ্গেই ছিলেন অভিনেত্রী। বাড়িতেই করোনা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলছিলেন। তা সত্ত্বেও এই খবরে মন খারাপ কোয়েল-রঞ্জিত অনুরাগীদের। তাদের সুস্থতা কামনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সরব হয়েছেন নেটা

চুয়াডাঙ্গায় করোনার ক্রান্তিকালেও থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য

মহামারি আকার ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন পার করছে দেশের মানুষ। বন্ধ রয়েছে সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা অনিশ্চিত। কিন্তু এই মহামারির মধ্যেও চুয়াডাঙ্গায় থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে খুব কৌশলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং বাণিজ্য

চালাচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষক।

গেল ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞানে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় আগামী ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ থাকবে। এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় বহাল তবিয়তে চলছে কোচিং বাণিজ্য। সম্প্রতি কয়েকজন অসাধু শিক্ষক কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আশ্বস্ত করে শিক্ষার্থীদের কোচিং এ উপস্থিত করাচ্ছেন বলেও জানাযাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব। যেখানে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কোচিং বন্ধের নির্দেশ দেয় সেখানে তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং চালায় কিভাবে?

এর আগেও কোচিং শিক্ষকদের কোচিং সেন্টার বন্ধের বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন সরকার কিন্তু তা না মেনে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানান তারা।

করোনার সংক্রমণের মধ্যেও কোচিং সেন্টার চালানো প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম জানান, এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যারা কোচিং চালাচ্ছেন, সে যেই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কেউ দরিদ্র হয় তাহলে তাদের ত্রাণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কোচিং বন্ধ থাকবে।

একই অভিমত প্রকাশ করে, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কিভাবে তারা কোচিং চালাচ্ছে? চুরি করে কোন কিছু করাও অপরাধ। আর কোচিং তো অবৈধ। অবৈধ জিনিস কিভাবে টিকে থাকে তাও আবার করোনার মহামারির মধ্যে? অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

কোচিং সেন্টার চালানো বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি দেয়া হয়েছে কি-না, এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, কাউকে কোচিং চালানোর অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার পুলিশের নেই। কোচিং চালানোর জন্য কাউকে অনুমতিও দেয়া হয়নি। সম্প্রতি কোচিং চালানোর বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে তা আমরা আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিব।

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম জমির হোসেন। তিনি মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিদর্শক। তাঁর বাড়ি পাবনার ঈশ্বরদি। তিনি মেহেরপুরে নমুনা দেওয়ার পর নিজ বাড়ি ঈশ্বরদিতে অবস্থান করছেন।

শুক্রবার রাত ৯টার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শুক্রবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে নতুন রিপোর্ট পাওয়া গেছে ১৮ টি, এর মধ্যে ২ টি পজিটিভ । একজন নতুন এবং একজন ফলোআপ। নতুন আক্রান্ত ব্যক্তি সদর উপজেলার। বাকিলো নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মোট রিপোর্টের পাওয়া গেছে ২০৫০টি।

মোট পজিটিভ ৯৮ জন । এর মধ্যে সদর- ৫২ , গাংনী -৩৮, মুজিবনগর
- ৮জন। মৃত্যু – ৬ জন। এর মধ্যে সদর-২, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১।

সুস্থ্য হয়েছেন ৫২ জন। ট্রান্সফার্ড- ৯ জন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় আক্রান্ত ৩১।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্যাংলরি চালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গৃার শহরতলী দৌলতদিয়াড় ফায়ার সার্ভিসপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু আসাদ হোসেন (৫২) মৃত আবদার হোসেনের ছেলে। তিনি ছিলেন ট্যাংকলরির চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আবু আসাদ হোসেন নিজ বাড়িতে নষ্ট একটি টেবিলফ্যান মেরামত করছিলেন। এ সময় তাঁতাল দিয়ে ফ্যান ঝালাই করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।